**বাংলা ক্যালেন্ডারের ইতিহাস আকবর বনাম শশাঙ্কঃ**
**History of the Bengali Calendar Akbar VS Shashanka:**

**প্রশ্নঃ বাংলা ক্যালেন্ডার বা বাংলা সানের (ফসলি সম্বত) প্রবর্তক কে?**

**উত্তরঃ**

• বাংলা সন/ফসলি সম্বত প্রবর্তিত হয় আকবর-এর শাসনামলে (১৫৮৪ খ্রি.)।
• উদ্দেশ্য ছিল কৃষিভিত্তিক রাজস্ব আদায় সহজ করা।

**ব্যাখ্যাঃ**

• মুঘল আমলে হিজরি চান্দ্র সন কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ে অসুবিধাজনক হওয়ায়, সৌর গণনার সঙ্গে মিলিয়ে ফসলি সন চালু করা হয়।
• এই সংস্কার কার্যকর করতে সম্রাট আকবরের রাজসভায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাজদরবারের জ্যোতির্বিদদের।
• পরবর্তীতে এই ফসলি সনই বাংলা সন নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলায় ব্যবহৃত হতে থাকে।

**প্রশ্নঃ কখন প্রথম রাজা শশাঙ্কের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে?**

**উত্তরঃ**

• রাজা শশাঙ্ক-এর প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ উনবিংশ শতকের শেষভাগে পাওয়া যায়।

**ব্যাখ্যাঃ**

• উনবিংশ শতকে বাংলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সময় শশাঙ্কের মুদ্রা (স্বর্ণ ও তাম্র) আবিষ্কৃত হয়, বিশেষত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) এলাকা থেকে।
• এসব মুদ্রায় "শশাঙ্ক" নাম ও প্রতীক পাওয়া যায়, যা তাঁকে স্বাধীন গৌড়রাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সরাসরি বস্তুগত প্রমাণ।
• এর পাশাপাশি, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (Xuanzang)-এর বর্ণনা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত ছিল; তবে প্রত্নতাত্ত্বিক (material) প্রমাণ হিসেবে মুদ্রাই প্রথম নির্ভরযোগ্য ভিত্তি দেয়।

**সারকথাঃ**

লিখিত উৎস আগে থাকলেও, শশাঙ্কের রাজত্বের প্রথম নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ উনবিংশ শতকে আবিষ্কৃত মুদ্রা থেকেই পাওয়া যায়।

**প্রশ্নঃ রাজা শশাঙ্কের ক্যালেন্ডারের কোন অনুলিপি বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে?**

**উত্তরঃ**

• রাজা শশাঙ্ক-এর কোনো ক্যালেন্ডার (বর্ষপঞ্জি) সম্পর্কিত অনুলিপি বা প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**ব্যাখ্যাঃ**

• শশাঙ্কের নামে ক্যালেন্ডার প্রবর্তন বা বর্ষগণনার কথা সমর্থন করে–এমন শিলালিপি, তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি বা বর্ষ-উল্লেখযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি।
• তাঁর সময়ের যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে, সেগুলো মূলত মুদ্রা ও কিছু শিলালিপি, যেখানে বর্ষপঞ্জি বা সন-গণনার কোনো সূত্র নেই।
• শশাঙ্ক-প্রবর্তিত ক্যালেন্ডারের ধারণা পরবর্তীকালের সাহিত্যিক/জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা থেকে এসেছে; এটি প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত নয়।

**উপসংহারঃ**

বর্তমানে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়–শশাঙ্কের কোনো ক্যালেন্ডারের অস্তিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

রাজা শশাঙ্কের ক্যালেন্ডারের কোন অনুলিপি বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া না গেলে কি মুঘল সম্রাট আকবরের, রাজা শশাঙ্কের ক্যালেন্ডার তৈরি করা সম্ভব?

**উত্তরঃ**

• না, সম্ভব নয়।
• আকবর-এর পক্ষে শশাঙ্ক-এর কোনো ক্যালেন্ডার "তৈরি" বা "পুনর্গঠন" করা ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব নয়, যদি তার কোনো অনুলিপি বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না থাকে।

**কারণঃ**

১) প্রমাণের অনুপস্থিতিঃ
শশাঙ্কের নামে কোনো বর্ষপঞ্জি, সন-উল্লেখ, শিলালিপি, তাম্রলিপি বা পাণ্ডুলিপি নেই–পুনর্গঠনের ভিত্তিই অনুপস্থিত।
২) কালগত ব্যবধানঃ
শশাঙ্ক (৭ম শতক) ও আকবর (১৬শ শতক)-এর মধ্যে প্রায় ৯০০ বছর ব্যবধান; কোনো ধারাবাহিক নথি নেই।
৩) আকবরের সংস্কারের প্রকৃতিঃ
আকবর ফসলি সন চালু করেন রাজস্ব সুবিধার জন্য–এটি হিজরি চান্দ্র সনকে সৌর গণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে গড়া; শশাঙ্ক-ভিত্তিক নয়।
৪) পদ্ধতিগত অসম্ভবতাঃ
ক্যালেন্ডার পুনর্গঠনে প্রয়োজন হয় মাসের নাম, সূচনাবর্ষ, আন্তঃকাল গণনা, সৌর/চান্দ্র নিয়ম–কোনোটিরই শশাঙ্ক-যুগীয় তথ্য নেই।

**উপসংহারঃ**

• আকবরের পক্ষে শশাঙ্কের কোনো ক্যালেন্ডার তৈরি বা পুনর্গঠন করা ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব।
• শশাঙ্ক-সম্পর্কিত ক্যালেন্ডারের ধারণা অনুমাননির্ভর, প্রমাণভিত্তিক নয়।

**প্রশ্নঃ তাহলে কি বাংলা ক্যালেন্ডারের সাথে রাজা শশাঙ্কের যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব?**

**উত্তরঃ**

• না। বর্তমান প্রমাণের ভিত্তিতে বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে রাজা শশাঙ্ক-এর সরাসরি বা পরোক্ষ যোগসূত্র ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

**কারণঃ**

১) প্রত্নতাত্ত্বিক শূন্যতাঃ
শশাঙ্কের নামে কোনো সন, বর্ষগণনা, ক্যালেন্ডার, শিলালিপি বা নথি নেই।
২) কালগত বিচ্ছিন্নতাঃ
শশাঙ্ক (৭ম শতক) এবং বাংলা সনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (১৬শ শতক)–এর মধ্যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক ফাঁক রয়েছে।
৩) প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক উৎসঃ
বাংলা সনের প্রশাসনিক প্রবর্তন ঘটে আকবর-এর আমলে ফসলি সন হিসেবে; সমসাময়িক দলিল ও রাজস্ব সংস্কার তার প্রমাণ দেয়।
৪) লোককথা বনাম ইতিহাসঃ
শশাঙ্কের সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডার যুক্ত করার দাবি লোককথা/পরবর্তী ব্যাখ্যা; প্রমাণভিত্তিক ইতিহাস নয়।

**উপসংহারঃ**

• ইতিহাসের মানদণ্ডে বাংলা ক্যালেন্ডার ও শশাঙ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় না।
• প্রামাণ্য যোগসূত্রটি মুঘল আমলের ফসলি সন → বাংলা সন ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

**প্রশ্নঃ সমস্ত তথ্যসূত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুসারে বাংলা ক্যালেন্ডারের সাথে রাজা শশাঙ্কের কি কোন যোগসূত্র আছে?**

**সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ**

না–বর্তমান ঐতিহাসিক উৎস, শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে শশাঙ্ক-এর কোনো প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র পাওয়া যায় না।

১) প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত প্রমাণ কী বলেঃ
• শশাঙ্ক-যুগের মুদ্রা ও কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে, তবে সেখানেঃ
→ কোনো বর্ষপঞ্জি ব্যবস্থা, কোনো সন গণনা, কোনো মাস/বর্ষ কাঠামোর উল্লেখ
নেই।
• তাই তাঁর নিজস্ব কোনো ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা প্রমাণিত নয়।

২) বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসঃ
• বাংলা সনের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে মুঘল আমলে
• আকবর-এর সময় (১৫৮৪ খ্রি.)
• কৃষি রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য হিজরি চান্দ্র সনকে সৌর পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়
• এতে মূল ভূমিকা ছিল মুঘল রাজস্ব প্রশাসক ও জ্যোতির্বিদদের

৩) "শশাঙ্ক-যোগসূত্র" ধারণার উৎসঃ
• শশাঙ্কের সঙ্গে বাংলা সন যুক্ত করার ধারণাঃ
→ পরবর্তী সময়ের লোককথায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা
→ কিছু আঞ্চলিক ঐতিহাসিক অনুমান
• কিন্তু এগুলোর পক্ষেঃ
→ কোনো সমসাময়িক দলিল
→ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই

৪) একাডেমিক অবস্থান (ঐতিহাসিক সম্মতি)
আধুনিক ইতিহাসবিদদের সাধারণ মতঃ
• বাংলা ক্যালেন্ডার → মুঘল প্রশাসনিক সংস্কার থেকে উদ্ভূত
• শশাঙ্ক → বাংলা সনের উৎস হিসেবে প্রমাণিত নন

**চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঃ**

👉 প্রমাণভিত্তিক ইতিহাস অনুযায়ী বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে শশাঙ্কের কোনো সরাসরি বা পরোক্ষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত নয়।
👉 এটি মূলত মুঘল যুগের প্রশাসনিক সংস্কার-নির্ভর একটি ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা, যার সঙ্গে শশাঙ্ক-সম্পর্কিত দাবি ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়।